দৈনিক জনকণ্ঠ

২০।৯।২০০৭

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ৩ ...

বেসরকারী সংস্থাকে ঢাবি ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে

মামুন-অর-রশীদ ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে দিচ্ছে বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থার হাতে। তবে মূল দায়িত্ব পুলিশের হাতেই থাকছে। বেসরকারী নিরাপত্তা বাহিনী ক্যাম্পাস এলাকায় টহল বাহিনী হিসাবে কাজ করবে এবং প্রাপ্ত তথ্য পুলিশকে জানাবে। বেসরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা কাউকে গ্রেফতার করতে পারবে না। এই বাহিনী দু'একদিনের মধ্যে ক্যাম্পাসে টহলের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝে নেবে। একটি সংস্থার সাথে কর্তৃপক্ষের আলোচনা চূড়ান্ত হয়েছে। দায়িত্ব দেয়ার বিষয়টি পরবর্তী কোন সিন্ডিকেটে পাস করিয়ে নেয়া হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সংঘর্ষের আশঙ্কা করা হচ্ছে তা প্রতিহত করতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর আগে কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে পুলিশ দেয়ার কথা বললেও আর্থিক হিসাবনিকাশের কারণে তা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ চুক্তির ভিত্তিতে বেসরকারী এই নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ দিচ্ছে। ছাত্রদলের এক নেতা এই বেসরকারী নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, এই বাহিনী নিয়োগ করা হচ্ছে আসলে ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সহকর্মী হিসাবে কাজ করার জন্য। ছাত্রলীগের দু'এক নেতাও বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, বেসরকারী এই নিরাপত্তাবাহিনী যত বিশ্বস্তই হোক না কেন তাদের কর্মকাণ্ড বাণিজ্যিক ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। এই বাহিনীর সদস্যরা যে দ্বিমুখী তথ্য প্রদান করবে না সেটি নিশ্চিত করার কোন উপায় আছে কিনা সে প্রশ্নও তিনি ছুড়ে দিয়েছেন। বেসরকারী নিরাপত্তা সংস্থা দ্বিমুখী আয়ের জন্য যদি এ কাজ করেই ফেলে তাহলে ছাত্রলীগ এবং কর্তৃপক্ষের জন্য এটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে বলে ছাত্রলীগের সেই নেতা মন্তব্য করেছেন। তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বিষয়ে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়নি।